দৈনিক সংবাদ

NOV 17 2002

## কলম সন্ত্রাসীদের রুখবে কারা?

আমি ১৯৬৬ সাল থেকে অধ্যাপনা জীবন শুরু করি। যশোর, খুলনা, বরগুনা, ঢাকা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় চাকরিশেষে ২৭-১২-২০০১ অবসরে যাই। চাকরি জীবনে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছি। আমার জানামতে আমি কখনওই কোন বিধিবহির্ভূত কর্মকাণ্ড ও আর্থিক অনিয়মের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করিনি এবং করার মতো কোন মেধা ও প্রতিভা আমার মধ্যে ছিল না, থাকলে আমার জীবনে আর্থিক অসচ্ছলতা প্রতিনিয়ত মানসিক পীড়ার কারণ হতো না। চাকরি জীবনের শেষ প্রান্তে পবিত্র রমজান মাসে ঈদ বোনাসসহ যেখানে আয় ছিল ৩৮ হাজার ২শ' টাকা সেখানে বর্তমানে অবসর জীবনে রমজান মাসে পাব মাত্র ৫ হাজার ৭শ' টাকা। স্ত্রী ও নিজের প্রতিমাসের চিকিৎসা ব্যয় ও ডাল-ভাতের সঙ্কুলানের জন্য দৈনিক পত্রিকা ক্রয় বন্ধ এবং দু'যুগ যাবৎ বাড়িতে ব্যবহৃত টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনায় আনতে হচ্ছে। কিন্তু তবুও কলম সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্যে আমার পেনশনপ্রাপ্তি অহেতুক বহু মাস বিলম্বিত হলো। খুলনা জেলা হিসাবরক্ষণ অফিসের স্মারক নং ডি.এ.ও/খুলনা/সিভিল অডিট/১৯৯৬-৯৭/২২০/১০, তাং ১৭-০৬-৯৮ এবং সিভিল অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা-এর স্মারক নং সিঅঅ/বি-৪/অগ্রিম অনুচ্ছেদ/প্রতি/খুলনা/৯৬-৯৭/৬৮৬/৪৭২ (৪) তারিখ ২১-০৪-৯৯ আমাকে জানানো হয় যে, খুলনা সরকারি এম.এম সিটি কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে অধ্যক্ষের বাসভবন ব্যবহার করা সত্ত্বেও বাড়ি ভাড়া বাবদ আমি অনিয়মিতভাবে ৭৪ হাজার ৯ টাকা উত্তোলন করে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম করেছি; কিন্তু নির্মম সত্য হলো এই যে, সরকারি এম.এম সিটি কলেজের জন্মলগ্ন থেকে অধ্যক্ষের বাসভবন বা কোন ধরনের ইমপ্রোভাইসড্ আবাসনের ব্যবস্থা ছিল না। আমার আগের ২ জন এবং পরের ২ জন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে এধরনের কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমাকে আর্থিক অনিয়মের বেড়াজালে আটকানো হলো। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০২-এর জুলাই পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরের দৌড়ঝাঁপ করে প্রমাণ করতে হয় যে, আমার বিরুদ্ধে আনীত অডিট আপত্তিটি সর্বৈব মিথ্যা ছিল। আনীত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পূর্বে অনেকের কাছে আমি হেয় প্রতিপন্ন হচ্ছিলাম যে, চাকরি জীবনে নিশ্চয়ই আমি কোন অপকর্মের সাথে যুক্ত ছিলাম, তা না হলে আমার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি আসবে কেন? খুলনা থেকে বহুবার ঢাকায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে যাতায়াত এবং আমার পেনশনপ্রাপ্তি বহু মাস বিলম্বিত হওয়ায় আমাকে প্রায় লাখ টাকা আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। যে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের কলম সন্ত্রাসের মাধ্যমে মিথ্যা অডিট আপত্তির মাধ্যমে আমার এতবড় আর্থিক ক্ষতি করলো তারা কি এভাবেই নিরীহ মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করেই চলবে? তাদের কি কোন বিচার নেই? তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড রুখবার কি কেউ নেই?

প্রফেসর খোন্দকার খলিলুর রহমান
সাবেক চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা
বোর্ড, রাজশাহী।